তারিখ ... 19 APR 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

সংবাদ

পাবিপ্রবিতে

টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তির চেষ্টা : মামলায় কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক ভূমিকা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী ছাত্রভর্তি করার চুক্তিতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নেয়। চুক্তি মোতাবেক ছাত্রভর্তি না করায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে নালিশ যায়। তাকে গ্রেফতারও করা হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তাকে অন্য একটি মামলার সন্দেহজনক আসামি হিসেবে আদালতে

ভূমিকা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ভূমিকা : রহস্যজনক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রেরণ করা হয়। আদালত থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পান।
ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিস সহকারী
রবিউল ইসলাম (পিতা নান্নু মিয়া, সাধুপাড়া, পাবনা শহর।) এক ছাত্রকে
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার চুক্তিপত্র করেন। পাকাপোক্ত চুক্তিপত্র। ইলেকট্রনিক
অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনে ভর্তির জন্য চুক্তি হয় ৩ লাখ টাকার। পঞ্চাশ হাজার
টাকা নগদ গ্রহণ করেন রবিউল।
অবশিষ্ট টাকা ভর্তির পর দেয়ার শর্ত ছিল। কিন্তু ভর্তি করতে ব্যর্থ হন রবিউল
ইসলাম। টাকা ফেরত চাইলে বাধে বিপত্তি। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে
নালিশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত
করে। তখনই টনক নড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরসহ কয়েকজন ছুটে যান পুলিশের
কর্মকর্তাদের কাছে। তারপর শুরু হয় তদন্ত। দুদিন চলে তদন্ত। তদন্তে বিষয়টি
যখন সত্য বলে উদ্ঘাটন হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মামলা করা থেকে বিরত
থাকেন। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরসহ কয়েকজন কর্মকর্তা পুলিশের কাছে
অভিযোগ দায়ের করার কথা বললেও রহস্যজনক কারণে তারা পিছু হটেন।
বিষয়টি খুবই রহস্যজনক।
জানা গেছে, একজন জনপ্রতিনিধির হস্তক্ষেপে মামলাটি নিতে পারেনি
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে
তাদের অভিযোগ দায়ের না করায় মামলাটি নিতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী
বাহিনী। প্রোক্টরসহ দুজন ডিন এবং একজন সহকারী অধ্যাপক প্রথম দফায় যান
জেলা পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দফতরে, তারপর সেখান থেকে যান
সদর থানায়। পরে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য গ্রেফতারকৃত রবিউল ইসলামকে
(পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সহকারী) আদালতে সোপর্দ করা
হয়। তার বিরুদ্ধে সন্দেহজনক ঘোরাফেরার জামিনযোগ্য একটি (৩৪ দণ্ডবিধির)
মামলা করা হয়। ওইদিনই তার জামিন হয়। একটি সূত্র দাবি করছে, পাবনা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত তিন বছর ভর্তি বাণিজ্য করছে একটি চক্র।
এই অপকর্মকারী চক্রটির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক
শাস্তির দাবি করেছেন অভিভাবকরা। কোন রহস্যজনক কারণে উক্ত কর্মচারীর
বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেল না তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।
ধারণা করা হচ্ছে কেঁচো তুলতে সাপ উঠে আসতে পারে তাই বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়ন্ত্রণকারী চক্রটি বিষয়টি ধামাচাপ দিতেই এমনটি করেছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ই.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর